কাজী জিয়া শামস্

ঢাকার চিঠি

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক, আসসালামু আলাইকুম।

নার্গিসের কবলে না পড়ে ভালই আছি। কিছুদিন আগের সিডর বিধ্বস্ত অসহায় বিপন্ন বাঙালির মনে নার্গিসের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে আমরা কিছুটা আতঙ্কেই ছিলাম। সিডরের পর নার্গিসের আগমন নিয়ে আমাদের মাঝে কৌতূহল ছিল, ভয়ও ছিল। শেষমেষ আমাদের ছেড়ে টেকনাফের ৬০০ কি. মি. দূর দিয়ে মায়ানমারে আঘাত হানে ২ মে শুক্রবার। এ পর্যন্ত মায়ানমারে ১০ হাজার মানুষের মৃত্যুর কথা শোনা গেছে। বাংলাদেশ সরকার মায়ানমারের বিপন্ন মানুষের জন্য ত্রাণ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই দিনক্ষণ প্রক্রিয়া জানা যাবে।

অবশেষে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলো খালেদা জিয়ার উপর। নাইকো রিসোর্সেস কোম্পানিকে অনৈতিকভাবে সুযোগ দেয়ায় বাংলাদেশ সরকারের ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকার ক্ষতি সাধনের অভিযোগে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনকে আসামি করে গতকাল সোমবার আদালতে চার্জশিট দেয়া হয়েছে। এই মামলার চার্জশিটের পর বিএনপির মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পক্ষে রিজভি আহমেদ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, নেত্রী যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারেন তার জন্যই এই মামলা সাজানো হয়েছে। এই মামলাকে মিথ্যা, ষড়যন্ত্রমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করা হয়।

শেখ হাসিনার মুক্তির জন্য প্রতীকী গণঅনশন হয়েছে বেশ কয়েকবার। শেখ হাসিনা ছাড়া আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাবে না এ কথা আগে শোনা গেছে। এরপর সংলাপের কর্মসূচি আসাতে দাবির মধ্যে সংলাপের বিষয়টি যুক্ত হয়। আওয়ামী লীগ এখন দলীয় নেত্রীর মুক্তির দাবিতে আন্দোরনরত। যদিও আন্দোলন চলছে জরুরি সরকারের 'টলারেন্স'র ওপর নির্ভর করে। দলের সুরঞ্জিত-আমু-তোফায়েল এখনো গা বাঁচিয়ে বক্তব্য রাখছেন, দলের ভিতর ঐক্যের প্রমাণ রাখতে কোন কর্মসূচির সরাসরি বিরোধিতা করছেন না ঠিকই কিন্তু দলের সংস্কারপন্থী নেতা হিসেবে তাদের বক্তব্য প্রায়ই দলের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের আশঙ্কা তৈরি করছে। আন্দোলনের দিক দিয়ে আওয়ামী লীগ একধাপ এগিয়ে আছে বিএনপির চেয়ে। এবার খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলাকে কেন্দ্র করে বিএনপি যদি প্রকাশ্য বিরোধিতা ভুলতে পারে তবে জরুরি সরকারের জন্য পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে সামাল দেয়া কষ্ট হবে বলে বিশ্লেষকগণ ধারণা করছেন।

ঢাকার রাজনীতিতে নতুন এক মোর্চার খবর এসেছে। এরশাদ, বি. চৌধুরী ও ড. কামালের নেতৃত্বে এই মোর্চা প্রধান বড় দুই দল ছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠানকে কার্যকর করার প্রত্যয়ে নিয়োজিত হবেন বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

অন্যদিকে সংলাপে অংশগ্রহণ নিয়ে জামায়াতকেন্দ্রিক জটিলতার উত্তরে দলীয় নেতা কামারুজ্জামান স্থানীয় একটি দৈনিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন এক সাথে আন্দোলন করতে বাধা না থাকলে এক সাথে সংলাপে বসতে অসুবিধা কোথায়? 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই'-এ প্রচলিত ধারণা নিয়ে আমাদের রাজনীতির বাকী কথাগুলো পরের চিঠিতে উল্লেখ করব।

চিঠি সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট বিভ্রাট ও বিরম্বনার জন্য। আমাদের ঢাকা অফিসকে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।